দৈনিক সংবাদ

তারিখ 3 1 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

রামগতির চরমার্টিন ইসলামিয়া মাদ্রাসা

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ

।। মোঃ জাকির হোসেন ।।

লক্ষ্মীপুর, ৩০শে ডিসেম্বর।– জেলার রামগতি থানার চর মার্টিন ইসলামিয়া দাখেল মাদ্রাসায় ১৫ জন ছাত্রীকে ভুয়া ভর্তি দেখিয়ে গত দু' বছর থেকে উপ–বৃত্তির টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎসহ আরো বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

একই ইউনিয়নের পশ্চিম চর লরেন্স দাখেল বালিকা মাদ্রাসার ১৫ ছাত্রীকে উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ তার মাদ্রাসায় ভুয়া ভর্তি দেখিয়ে, জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে উপ–বৃত্তির টাকা মঞ্জুর করে। এভাবে অধ্যক্ষ আবদুল অদুদ থানা প্রজেক্ট অফিসারের যোগসাজশে ছাত্রীদের নামে টাকা উঠিয়ে আত্মসাৎ করছে। অগ্রণী ব্যাংক আলেক–জান্ডার শাখায় তালিকা মোতাবেক লাইজু বেগম ও ফাতেমা ইয়াসিন ৬ষ্ঠ শ্রেণী; রেহানা আক্তার, সাহিনুর আক্তার, নাহার বেগম, বিবি ফাতেমা ও বিবি কুলসুম ৭ম শ্রেণী; নূরবানু, রিনা আক্তার, নাসিমা বেগম ও ফাতেমা বেগম ৮ম শ্রেণী– এরা চর লরেন্স দাখেল মাদ্রাসা ছাত্রী। ১৯৯৭ সালে উক্ত মাদ্রাসায় আলেম শ্রেণী খোলার অনুমতি পায় এবং ৭ জন ছাত্রকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করায়। গত ১৭ই নভেম্বর মাদ্রাসা বোর্ড ঢাকা থেকে তদন্ত কমিটি মাদ্রাসায় পরিদর্শনে এলে অধ্যক্ষ আলেম ক্লাসের কোন ছাত্র এমনকি ছাত্র হাজিরা খাতাও দেখাতে পারেনি। ২০/২৫ জন ছাত্র আলেম ক্লাসে অধ্যয়নরত রয়েছে বলে বোর্ডকে জানানো হয়। মাদ্রাসার ১১ জন শিক্ষককে নিয়ে অধ্যক্ষ সভা করে জানায় যে, আলেম ক্লাসে রূপ্তার করতে তার বিভিন্ন অফিসে মোট ১ লাখ ১৬ হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে। দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষ উক্ত টাকা শিক্ষকদের কাছে দাবি করে। সভায় শিক্ষক মাওলানা মজিব উল্লা ও মাওলানা নূরনবী অধ্যক্ষের দাবিকৃত টাকা দেওয়ার বিরোধিতা করে। এতে অধ্যক্ষ ২ জন শিক্ষকের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের মাদ্রাসার হাজিরা খাতায় দস্তখত নেওয়া বন্ধ করে দেয়। অধ্যক্ষের লালিত সন্ত্রাসীদের ভয়ে কোন শিক্ষকই প্রতিবাদ করতে সাহস পাচ্ছে না।

অধ্যক্ষ তার নিয়োজিত অবৈধ কমিটির কাছ থেকে অগ্রিম দস্তখত নিয়ে সভা দেখিয়ে ২ জন শিক্ষককে মাদ্রাসা থেকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুমোদন করার জন্য থানা নির্বাহী অফিসারের কাছে দাখিল করে। অধ্যক্ষের ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে ৮ জন শিক্ষক পূর্বেই তার চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অভিযোগ জানিয়ে জেলা প্রশাসক ও থানা নির্বাহী অফিসারের কাছে অভিযোগ করে।

ছাত্র–শিক্ষক ও এলাকাবাসী দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষের লালিত সন্ত্রাসী ও তার বিভিন্ন দুর্নীতিতে মাদ্রাসার লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের ঘটনা তদন্ত করে তাকে অপসারণের দাবি জানিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও জেলা প্রশাসকের আশু হস্তক্ষেপ মামলা করেন।